গাংনী যুবদলের সাবেক সভাপতি’র পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

গাংনী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মরহুম আক্তারুজ্জামান আক্তারের রুহের মাগফিরাত কামনায় স্বরনসভা ও পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার এর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, আব্দুল হামিদ, আদনান মাস্টার, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল্লাহ, জেলা কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখের আলী, ষোলটাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক লাইলা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক নাজমা আক্তার, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী যুবদলের আহবায়ক চপল বিশ্বাস সদস্য সচিব মোঃ জাহিদ, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল হক, সদস্য সচিব এনামুল হক, পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মোঃ জামালউদ্দীন ও জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব এবং মরহুম আক্তারুজ্জামের ছোট ভাই সুজন উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আব্দাল হক। সভাপতির বক্তব্য রেজাউল হক মাস্টার জানান, বিএনপির এই দুর্দিনে দল জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে বিপদগ্রস্থ সকল নেতাকর্মীর পাশে থাকবে। আক্তারুজ্জামানকে বিএনপির নিবেদিত কর্মী ও নেতা উল্লেখ করে তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজা সহ সাজাহান আলী মন্ডল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব।

শুক্রবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার তেরাইল গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। সে কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার ডাঙ্গের বাজার এলাকার আজিজুল হক মন্ডলের ছেলে।

র্যাব ৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এস আই বাবুল জানান,তেরাইল গ্রাম দিয়ে গাঁজা পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সাজাহান আলী মন্ডলকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত’র বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের পূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার এস আই হাবিব জানান, র্যাব কর্তৃক আটককৃত আসামীকে মাদক মামলায় মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে মিজানুর রহমান নামের অজ্ঞান পর্টির এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
শনিবার সকালে গাংনীর বামুন্দি বাজারের একটি দোকান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার কৃত মিজানুর রহমান (৩৫) বগুড়া জেলার আদমদিঘি উপজেলার সুদিন সর্দার পাড়া গ্রামের মৃত কোরায়েশ সর্দারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার হোসেনাবাদ গ্রামের সাইফুল ইসলাম মোল্লার ছেলে মরিচ ব্যাবসায়ী জহুরুল ইসলামকে শ্যামলী পরিবহনে অচেতন নাশক ওষুধ দিয়ে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। এঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেন জহুরুল ইসলাম। মামলার ভিত্তিতে গাংনী থানার এসআই মোস্তফা জামান তাকে গ্রেফতার করে শনিবার জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

উল্লেখ্যঃ বৃহস্পতিবার সকালে হোসনেবাদ গ্রামের জহুরুল ইসলামকে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। স্থানীয় লোকজন জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে শ্যামলী পরিবহন থেকে তাকে নামিয়ে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে রেখে গেছে পরিবহনের লোকজন। মেহেরপুরের বিভিন্ন আড়ৎ থেকে মরিচ কিনে ঢাকায় নিয়ে যেতো সে। মরিচ কেনার জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তার নিকট ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

সাহারবাটিতে মোটর শ্রমিক ও ইমারত শ্রমিকদের মধ্যে প্রীতি

ফুটবল ম্যাচ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটিতে মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ ও ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ফুটবল একাদশ এর প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৪ টার সময় গাংনী উপজেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও ইমারত নির্মাণ শ্রমিক সমিতি’র মাঝে এ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক এ ফুটবল খেলার আয়োজন ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১ ঘন্টা ৩০ মিনিট খেলা শেষে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক সমিতির খেলোয়াড়রা ৩-০ গোলে মটর শ্রমিক ইউনিয়ন কে পরাজিত করে।

খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হবার গৌরব অর্জন করেন খেলোয়ার রাসেল, সেরা গোলদাতা ইমরান আলী, সেরা গোলরক্ষক আব্দুর রাজ্জাক ও সেরা ডিফেন্ডার দিলবার হোসেন। পরে উভয় দলের সকল খেলোয়ারকে সম্মাননা মেডেল ও সম্মিলিতভাবে নিজ নিজ দলের ট্রফি প্রধান অতিথির নিকট থেকে গ্রহণ করে। এ সময় জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কদর আলী, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ জুয়েল, উপজেলা ইমারত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান উজ্জামান নিরবসহ এলাকার ক্রীড়ামোদীরা উপস্থিত ছিলেন।

খেলার মাঠের চতুর্দিকে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় এ খেলা পরিচালনা করেন ফুটবল মাঠের সাধারণ সম্পাদক আরাফাত হোসেন শাহীন। তাকে সহযোগিতা করেন মাসুম ও বাচ্চু। ধারাবিবরণীতে ছিলেন মোশারফ হোসেন ও সাহাবুল ইসলাম।

সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের গণসংযোগ

বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে তুলে ধরতে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

স্থানীয় সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও সকল সেবা নিশ্চিত করতে এ গণসংযোগ ও প্রচার অভিযান শুরু করেছেন তিনি। ইউনিয়ন পরিষদের সকল সেবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কতটুকু পেয়েছেন,কতটুকু প্রয়োজন তা জনগণকে মুখোমুখি করতে এই প্রচার অভিযান।

শুক্রবার রাতে ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এর কয়েকটি গ্রামের পাড়া- মহল্লা ও চায়ের দোকানে গণসংযোগ করা হয়। এসময় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময় করেন। বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রামকে শহরে পরিণত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অনেকাংশেই বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং চলমান রয়েছে।

এ সরকারের আমলে ইউনিয়নের হাটবাজার গুলোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করে ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বলেন, বিগত সরকারের আমলে রাস্তাঘাট ও হাট-বাজার গুলি ছিল খাদ্যকে ভরা। বর্তমানে গ্রামের রাস্তাগুলি হেরিং করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় এবং প্রস্তাবনায় ভাটপাড়া বাজারে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারি অর্থায়নে মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। যা চলতি মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

মার্কেট নির্মাণ শেষ হলে এলাকার অনেক বেকার শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। মেহেরপুর জেলার একমাত্র দর্শনীয় স্থান সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক ইতিমধ্যেই পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে।সেখানেও ইউনিয়ন পরিষদ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইজিপিপি প্রকল্পের অর্ধশত শ্রমিক কাজ করে ইকোপার্ক এর সমস্ত জায়গা দর্শনীয় করে তুলছে।

জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গ্রামের কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এমন অসংখ্য উন্নয়ন যা মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এই উন্নয়ন গুলি জনগণের মধ্যে প্রচার ও জানান দেওয়া দরকার

বলেও মনে করেন এই ইউনিয়ন প্রধান।

এছাড়াও বয়স্ক বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা সুবিধা পাচ্ছে ইউনিয়ন বাসী। ইউনিয়নের সকল সুবিধা ও অসুবিধার কথা মানুষ একসময় বলতে পারতো না। বর্তমানে মানুষ নির্ভয় বলতে পারছে এবং প্রতিবাদ করতে পারছে।আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সুবিধা এবং অসুবিধা বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছি।

গাংনীতে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে ৯টার দিকে গাংনী হাসপাতাল গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো- উপজেলার আজান গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে রৌমিক হোসেন (১৮), একই গ্রামের সাবদুর রহমানের ছেলে নয়ন (১৮) ও গাড়াডোব গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে মিঠু (২৮)।

আহত নয়ন জানায়, রৌমিক ও নয়ন মোটর সাইকেল যোগে গাংনীতে আসছিল। হাসপাতালের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটর সাইকেল চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদেরকে ধাক্কা দেয়। এ সময় উভয় মোটর সাইকেল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে তিনজনই আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। নয়নের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও অন্যান্যদের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছি, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে মা ও মেয়ের অনশন ভঙ্গ

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে অনশন ভঙ্গ করলেন গাংনী পৌর এলাকার শিশির পাড়ার মৌমিতা খাতুন পলি ও তার মা হুসনে আরা বেগম। মৌমিতা খাতুন পলি ও তার মা হুসনে আরা বেগম চারদিন যাবৎ গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনশন শুরু করেন।

অনশনে দাবি ছিল গাংনী পৌর মেয়রের কাছে চাকরির জন্য প্রদান করা ১৫ লক্ষ্য টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত তারা অনশন চালিয়ে যাবেন। কিন্তু চার দিন পার হলেও কেউ খোঁজ খবর রাখে নি তাদের। অনশনের বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা কৌতূহল। মা ও মেয়ের অনশনে টনক নড়েনি পৌর মেয়রের ও। উপায়ন্তর না পেয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে লাগানো আমরণ অনশন ব্যানারটি অপসারণ করে মা মেয়ে দুজনেই বাড়ি চলে যান।

কোন অদৃশ্য ইশারায় বা প্রতিশ্রুতিতে তাদের এই আমরণ অনশন ভঙ্গ করলেন এমন প্রশ্ন করা হলে মা ও মেয়ে দুজনেই মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন,আমরা নিজের ইচ্ছায় অনশন করেছি, নিজের ইচ্ছাই বাড়ি চলে যাচ্ছি। এছাড়া আর কিছুই আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনশনের ঘটনাটি একটি নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। জনমনে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। অনেকেই বলছেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম অনশনকারীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করায় ঘাবড়ে গিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন তারা। আবার কেউ কেউ বলছেন বিষয়টি পারিবারিক ভাবে আপোষ মীমাংসার প্রতিশ্রুতি তেও অনশন ভঙ্গ করতে পারেন। তবে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে চাইছেন অনশন ভঙ্গ কারীরা।

গাংনীতে অনশনকারিদের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানি মামলা

গাংনীতে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন পলি তার মা হুসনিয়ারা বেগম ও তার স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে অবশেষে ৫ কোটি টাকার মানহানী মামলা

করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়ার আমলী ২য় আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে ছয় জনকে।

জানাগেছে,পৌর সভায় চাকরির জন্য মৌমিতা খাতুন তার স্বামীর সহায়তায় কয়েকদফায় ১৫ লাখ টাকা মেয়র ও তার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে জমা করেন। ২০১৮ সালে মৌমিতা খাতুনকে চাকরি না দিয়ে অন্য একজনকে নিয়োগড় প্রদান করেন । দীর্ঘদিন ওই ১৫ লাখ টাকা ফেরত চেয়ে না পাওয়ায় মৌমিতা ও তার মা গত ২০ আগস্ট গাংনী উপজেলা শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন।

এসময় গাংনী থানার ওসি মীমাংসার আশ্বাস দিলে অনশন ভঙ্গ করা হয় এবং পরদিন থানা চত্বরে বৈঠক হয়। এসময় মেয়র তার স্বামীর কাছে টাকা দিয়েছেন বলে জানান এবং স্বামী মোমিনকে পরবর্তী দিন ধার্য্য করা হয়। সেদিন মৌমিতার স্বামী উপস্থিত হলেও মেয়র আশরাফুল ইসলাম ব্যক্তিগত কাজের অজুহাতে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে অমীমাংসিত ভাবেই বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন। কোনো উপায়ন্ত না দেখে মৌমিতা ও তার মা আবারো অনশনে বসেন।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে মৌমিতার অনশনের খবর প্রকাশিত হলে মানহানী হয়েছে মর্মে মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতা খাতুন ও তার মা এবং স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর চীফজুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মানহানী মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় সংশ্লিষ্ট প্রত্রিকার সাংবাদিকসহ ছয় জনকে স্বাক্ষী রাখেন।

মেহেরপুরে নতুন একজন করোনায় আক্রান্ত, মোট ৫৪৯ জন

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ◌্নএক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী থানার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪৯ জন। আজ সন্ধায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৩ টি রিপোটের মধ্যে ১ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৫৮৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৯২ জন। (সদর ৩৯, গাংনী ৩০, মুজিবনগরে ২৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১২ জন। (সদর-৬, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ৪০২ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৮ জনকে।

গাংনীতে মা ও মেয়ের অনশনের চতুর্থ দিন-খোঁজ নিচ্ছেনা কেউ, চলছে নানা গুঞ্জন

গাংনী পৌর মেয়রের কাছে পাওনা টাকার দাবীতে অনশনরত মা মেয়র পাশে নেই তার পরামর্শ দাতাসহ প্রশাসনের লোকজন। অনশন ভাঙ্গাতে কেউ এগিয়ে আসেননি। আবার কেউ মধ্য¯থতার হাত বাড়িয়ে দেন নি চারদিন পেরিয়ে গেলেও। অনেকেই এ অনশনকে ব্যাক্তি কিংবা রাজনৈতিক ইস্যু বলে মন্তব্য করছেন। মা ও মেয়ের অনশনের চতুর্থ দিন । খোঁজ নিচ্ছেনা কেউ। টনক নড়েনি পৌর মেয়রের।

অনশনরত মৌমিতা খাতুন পলি জানান, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। অথচ ২০১৮ সালে আমাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগ দেন মেয়র আশরাফুল। টাকা ফেরত চেয়ে বারবার তাগাদা দিলেও কোন কর্ণপাত না করায় গত ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অনশন করা হয়।

গাংনী থানার ওসির ডাকে সাড়া দিয়ে অনশন ভঙ্গ করা হয়। পরদিন থানায় এক সালিশিতে উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেকসহ পৌর কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানান, জমি কেনার জন্য পলির স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন। চাকরির জন্য নয়। যেহেতু পলির স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিল তাকে ফেরত দিয়েছি। পরে এক বৈঠকে স্বামি মোমিন হাজির হলেও মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। বাধ্য

হয়ে আবারো অনশন শুরু করা হয়।

একটি সুত্র জানায়, রাজনৈতিক সুবিধা নেয়ার জন্য এবং মেয়রকে খাটো করার জন্য পলি ও তার মাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যারা অনশনের পরামর্শ দিয়েছেন তারা এখন কোন খোঁজ রাখছেন না পলি ও তার মায়ের। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন দিন দিন দিশেহারা হয়ে পড়ছেন তারা।

অপর একটি সুত্র জানান, আশরাফুল ইসলামের প্রতিপক্ষের পরামর্শে পলি ও তার মা বারবার অনশন করছেন। ফলে মেয়র আশরাফুল ইসলাম আরো রাগান্বিত হয়েছেন। তাছাড়া পরের সম্পদ ও টাকার প্রতি আশরাফুল ইসলামের আকৃষ্ট হবার অভ্যাস অনেক আগের বলেও মন্তব্য অনেকের।

এদিকে অনশনরতদের বাহ্যিক ব্যবহারে অনেকেই নানা মন্তব্য করেছেন। ৪দিন ধরে অনশনে থাকলে অসুস্থ হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। মাঝে মধ্যে পলি শহীদ মিনার ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আবার পলির মা হুশনিয়ারা বেগম বাড়ি গিয়ে সাংসারিক কাজ সেরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বসছেন অনশনে।

বৃহস্পতিবার সকালে পলির মা হুসনিয়ারা বেগম অসুস্থ্য মনে করে পলি নিজেই স্থানীয় একটি ফার্মেসী থেকে স্যালাইন কিনে তার মায়ের শরীরে নিজেই পুশ করেছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে আমরণ অনশনের ব্যানার থাকলেও তারা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অনশনে রয়েছে উপজেলা পরিষদের একটি ঘরে। মৌমিতা খাতুন পলি ও তার বৃদ্ধ মা হুসনিয়ারা বেগমের অনশনের চিত্র দেখে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ বিদ্রুপাত্মক হাঁসি হাঁসছেন। প্রতক্ষদর্শীরা জানান, পলি ও তার মা অমরণ অনশনের ডাক দিলেও তাদের নাওয়া-খাওয়া সবই ঠিক ঠাক মত চলছে। তবে পলি বলছেন আমরা অনশন থেকে সরে দাঁড়াবোনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষয়টি জেনে। আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। তিনি আরো জানান, অনশনরতদের যাতে কেউ সমস্যা না করতে পারে সে জন্য পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, অনশন ও টাকার বিষয়ে মেয়র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বাইপাস করছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। তবে তিনি আরো জানান, টাকা পয়সা লেনদেনের বিষয়টি গাংনী পৌর মেয়রের সাথে